

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ও
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে
সমঝোতা স্মারক

ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের নানাবিধ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি পল্লী এলাকায় জনগণের আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো সৃষ্টি এবং পানি সম্পদ ও পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত। এ ধরনের গ্রামীণ প্রকল্পসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প, রাবার ড্যামের মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ প্রকল্প, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এবং মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় সরকারের জাতীয় পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আলোকে পল্লী এলাকায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং পানি সম্পদের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র দূরীকরণ তথা পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের আওতায় পানি সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য বান্ধব অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ধরনের পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো তৈরী এবং খাল খননের ফলে সৃষ্ট জলাশয়সমূহে মৎস্য উৎপাদনের বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় উন্নীত এ সব জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষে সহায়তাদানের বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এলাকাসমূহে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য চাষী ও তাদের প্রতিনিধিত্বে গঠিত সংগঠন বা সমিতিতে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য উৎপাদনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, উন্নত মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মাঠ পর্যায়ে মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণসহ মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে, দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রথম ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহায়তায় মৎস্য উৎপাদন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প এলাকা সমূহে এবং জুলাই ২০০২ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশব্যাপী আরও প্রায় ৩০০টি উপ-প্রকল্পসহ আগামীতে বাস্তবায়িতব্য উপ-প্রকল্প এলাকায় সম্ভাব্য মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও মাছ চাষে আগ্রহী উপ-প্রকল্পের সুফলভোগী সমিতি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অব্যাহত ধারা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সমঝোতা স্মারক প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমঝোতা স্মারক

এই সমঝোতা স্মারক ৭ মার্চ ২০০৪ তারিখে নিম্নলিখিত দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হলঃ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, কেওয়াটখালী, ময়মনসিংহ-২২০১ (পরবর্তীতে বিএফআরআই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড: এম.এ. মজিদ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী

এবং

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭ (পরবর্তীতে এলজিইডি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) অন্যান্যের মধ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো এবং পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ ও সেচ উন্নয়নে নিয়োজিত এবং এই সমঝোতা স্মারকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসান এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকারী।

প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে,

যেহেতু

- বিএফআরআই এর দায়িত্ব হল, অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেসব প্রযুক্তি যথাযথ ও সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকার যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান করা।
- এলজিইডি'র দায়িত্ব হল, গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গ্রোথ সেন্টার বা হাট বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ তথা গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বিএফআরআই ও এলজিইডি দেশের অত্যন্ত সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে যৌথভাবে আগ্রহান্বিত বিধায় এলজিইডি কর্তৃক প্রকল্প ও উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বিএফআরআই মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ আয়োজনে ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

সেহেতু, বিএফআরআই ও এলজিইডি পারস্পরিকভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হলোঃ

১. সহযোগিতা প্রদান

বিএফআরআই ও এলজিইডি'র মধ্যে কারিগরি সহযোগিতা কার্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

- ক) তথ্য ও প্রকাশনা বিনিময়;
- খ) মৎস্য সেটরের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ এবং চাষী সমাবেশের আয়োজন;
- গ) মাঠ পর্যায়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি, প্রয়োজনবোধে ট্রায়ালের মাধ্যমে, সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- ঘ) এলজিইডি'র অনুরোধে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ ক্ষেত্রে কারিগরি পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান।

২. শর্ত

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কোন কারণে বাতিল না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। উভয় পক্ষই লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবে। তবে নোটিশ প্রদানের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৮০ দিন পর্যন্ত সমঝোতা স্মারকের কার্যকারিতা বলবৎ থাকবে।

৩. এলজিইডি'র দায়িত্বসমূহ

- ১) এলজিইডি ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিএফআরআইকে বিধিসম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।
- ২) এলজিইডি তাদের প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত মৎস্য উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করবে।
- ৩) এলজিইডি তাদের প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প চলাকালীন সময়ে মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠানে সকল প্রকার সহায়তা ও ভৌত ব্যবস্থার আয়োজন করবে।
- ৪) এলজিইডি তাদের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ ও চাষী সমাবেশ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের ব্যয় বহন করবে।
- ৫) এলজিইডি তাদের প্রকল্প অথবা উপ-প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলী বিএফআরআইকে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করবে।
- ৬) বিএফআরআই'র সাথে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি প্রকল্প বা উপ-প্রকল্প এলাকায় মৎস্য চাষে নতুন নতুন প্রযুক্তির ট্রায়াল ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালু ও তা প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

22

- এ পরিপ্রেক্ষিতে বিএফআরআই ও এলজিইডি এই স্মারকের শুরুতে উল্লিখিত তারিখে স্বাক্ষর প্রদানে সম্মত হলো।

স্বাক্ষর:

(মোঃ শহীদুল হাসান)
প্রধান প্রকৌশলী